কামরাঙ্গার উপকারিতা ও ঔষধি গুনাগুন

কামরাঙ্গা একটি চিরহরিৎ ছোট থেকে মাঝারি আকৃতির গাছ। ৬-৮ মিটার লম্বা হয়। তবে ঘন ডালপালা চারদিকে ছড়িয়ে থাকে। কিন্তু অন্য কোনো গাছের সাথে থাকলে আরো বেশি লম্বা হয়। পাতা যৌগিক, ৩-৮ সে.মি. লম্বা। বাকল মসৃণ ও কালো বর্ণের হয়। ফল ১০-১৫ সে. মি. লম্বা ৬-৬ ভাঁজযুক্ত। কাঁচা অবস্থায় সবুজ ও পাকলে রং হলুদ বর্ণ ধারণ করে। আমড়ার মতোই কামরাঙ্গা দুই প্রকারের, একটি টক স্বাদযুক্ত এবং অন্যটি মিষ্টি। কামরাঙ্গা খাওয়া ছাড়াও এর জ্যাম, জেলি ও শরবত সুস্বাদু। এটি ভিটামিন এ ও সি- এর ভালো উৎস।

কামরাঙ্গার ঔষধি গুণঃ

শতবর্ষ প্রাচীন এ ফলটি গুরুত্বপূর্ণ একটি ঔষধি। এ গাছের ফল থেকে বাকল পর্যন্ত সবই হারবাল মেডিসিনের জগতে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

১। কামরাঙ্গা শীতল ও টক তাই ঘাম, কফ ও বাতনাশক হিসেবে কাজ করে।

২। পাকা ফল রক্ত অর্শের এক মহৌষধ।

৩। শুস্ক ফল জ্বরে ব্যবহৃত হয়।

৪। জন্ডিস ও স্কার্ভি নিবারণে কামরাঙ্গা অত্যান্ত ফলপ্রসূ ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৫। কামরাঙ্গা গাছের পাতা ও কচি ফলের রসে ট্যানিন রয়েছে। সে কারণে এ রস রক্ত জমাট বাঁধেতে সাহায্য করে। তাই পাতা বেটে ক্ষত বা কাটা স্থানে লাগিয়ে দিলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়। হাড় ভাঙাতেও পাতা বাটা দিয়ে প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

৬। জন্ডিস ও ডায়রিয়াসহ গুরুতর অসুস্থার পর শারীরিক ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে কামরাঙ্গা সাহায্য করে।

৭। ইন্দোচীনে এর পাতা চুলকানি এবং কৃমিনাশক ওষুধরূপে ব্যবহৃত হয়।

৮। মরিশাস, ফ্রান্স ও গায়ানাতে কামরাঙ্গা ফলের রস আমাশয় রোগে ব্যবহৃত হয়।

৯। এর ক্বাথ পিত্তশূলে এবং অতিসারে প্রয়োগ করা হয়।

১০। কামরাঙ্গার মূল বিষনাশক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।##

মোঃ মিজানুর রহমান মিজান
ICT4E অ্যাম্বাসেডর দিনাজপুর
ও
সিনিয়র শিক্ষক(কম্পিউটার)
মির্জাপুর উচ্চ বিদ্যালয়
বিরামপুর, দিনাজপুর।
মোবাঃ ০১৭৪০৯৭৯৩৯৭
সুত্রঃ অনলাইন ডেক্স